ওমরাহর নিয়মে বড় পরিবর্তন: ভ্রমণের আগে মানতে হবে ১০টি নতুন শর্ত

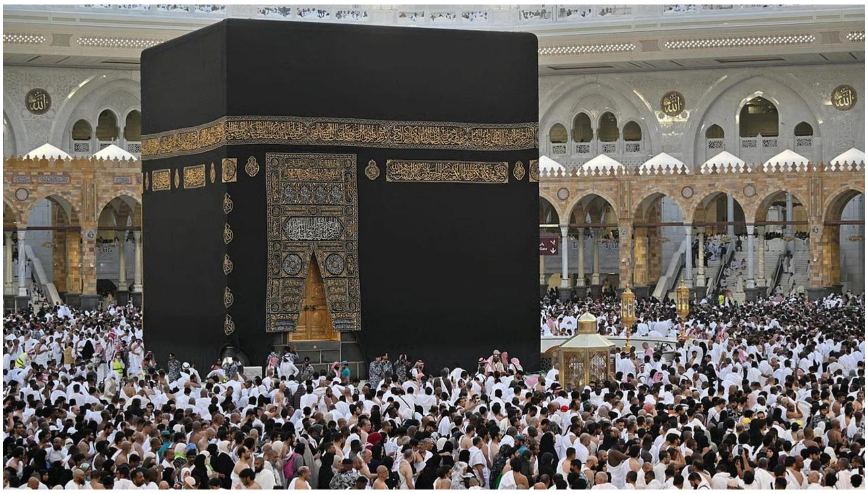

সংগৃহীত ছবি

ওমরাহ পালন বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের জন্য এক আধ্যাত্মিক পরম আকাঙ্ক্ষা। তবে ভিসা আবেদন, হোটেল বুকিং, ও পরিবহন ব্যবস্থাপনার জটিলতা অনেকের কাছেই এই পবিত্র যাত্রাকে কঠিন করে তুলত। এবার সৌদি সরকার সেই প্রক্রিয়াকে সহজ, নিরাপদ ও প্রযুক্তিনির্ভর করতে আনছে বৃহৎ সংস্কার।

গত শুক্রবার (৩ অক্টোবর) খালিজ টাইমস–এর এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, সৌদি কর্তৃপক্ষ এখন থেকে ওমরাহ ভিসা আবেদন থেকে শুরু করে আবাসন, যাতায়াত এবং সফরসূচি—সব কিছুই সরকারি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম 'নুসুক' ও 'মাসার'–এর আওতায় এনেছে। নতুন এই নীতিতে শৃঙ্খলা যেমন বাড়বে, তেমনি অনিয়ম ও প্রতারণার পথও বন্ধ হবে।

নিচে দেওয়া হলো ওমরাহ যাত্রার আগে প্রতিটি হাজির জানা জরুরি ১০টি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন—

১.ভিসার সঙ্গে হোটেল বুকিং বাধ্যতামূলক: ওমরাহ ভিসার আবেদন করার সময়ই সরকারি প্ল্যাটফর্ম নুসুক বা মাসার–এর মাধ্যমে হোটেল বুক করতে হবে। ভিসা পাওয়ার পর আলাদাভাবে হোটেল নেওয়ার সুযোগ নেই। কেউ আত্মীয়ের বাসায় থাকতে চাইলে সেটি আবেদন ফরমেই উল্লেখ করতে হবে।

২. আত্মীয়ের বাসায় অবস্থান করলে দিতে হবে সৌদি আইডি: যারা পরিবার বা আত্মীয়দের বাসায় থাকবেন, তাদের হোস্টের সৌদি ইউনিফায়েড আইডি নম্বর জমা দিতে হবে। এই নম্বরটি সরাসরি ভিসার সঙ্গে যুক্ত থাকবে এবং যাত্রার সময়সূচি বদলালে সেটিও আপডেট করতে হবে।

৩. পর্যটন ভিসায় ওমরাহ নিষিদ্ধ: এখন থেকে পর্যটন ভিসায় ওমরাহ পালন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। কেউ চেষ্টা করলে তাকে থামিয়ে দেওয়া বা এমনকি মদিনার রিয়াজুল জান্নাহয় প্রবেশেও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হতে পারে।

৪.পৃথক ওমরাহ ভিসা আবশ্যক: প্রত্যেক হাজিকেই এখন নুসুক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আলাদা ওমরাহ ভিসা নিতে হবে। এটি অনলাইনে ই-ভিসা হিসেবে বা অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্টের মাধ্যমেও পাওয়া যাবে। অন্যান্য ভিসা এই যাত্রায় অকার্যকর।

৫. সফরসূচি পরিবর্তন করা যাবে না: ভিসা আবেদনকালে নির্ধারিত সফরসূচি (ইটিনারারি) পরবর্তীতে পরিবর্তন বা স্থগিত করা যাবে না। সময়সীমা অতিক্রম করলে প্রতি হাজির জন্য ৭৫০ সৌদি রিয়াল পর্যন্ত জরিমানা গুনতে হতে পারে, এমনকি সংশ্লিষ্ট এজেন্টের লাইসেন্সও বাতিল হতে পারে।

৬. নির্দিষ্ট দেশের মুসলমানদের অন-অ্যারাইভাল ভিসা সুবিধা: যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও শেনগেন অঞ্চলের ভিসাধারী বা সেসব দেশে বসবাসকারী মুসলমানেরা এখন অন-অ্যারাইভাল ভিসা পেতে পারেন। শর্ত হলো—তাদের পূর্বে অন্তত একবার ওই দেশগুলোতে ভ্রমণ থাকতে হবে এবং ভিসার মেয়াদ ন্যূনতম এক বছর হতে হবে।

৭. বিমানবন্দরে বুকিং যাচাই: সৌদিতে পৌঁছানোর পর বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ নুসুক বা মাসার প্ল্যাটফর্মে থাকা হোটেল ও যাত্রা–সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করবে। প্রয়োজনীয় তথ্য না থাকলে যাত্রীকে থামিয়ে দেওয়া বা জরিমানা করা হতে পারে।

৮. অনুমোদিত পরিবহনই একমাত্র বৈধ: সব হাজিকেই নুসুক অ্যাপের মাধ্যমে অনুমোদিত ট্যাক্সি, বাস বা ট্রেন ব্যবহার করতে হবে। এলোমেলো বা অননুমোদিত যানবাহন ব্যবহার করলে ভ্রমণ বাতিল বা জরিমানা হতে পারে।

৯. হারামাইন ট্রেনের নির্দিষ্ট সময়সীমা: ওমরাহ যাত্রীদের জনপ্রিয় হারামাইন এক্সপ্রেস ট্রেন রাত ৯টার পর বন্ধ থাকে। তাই যারা দেরিতে পৌঁছান, তাদের আগে থেকেই বিকল্প অনুমোদিত যানবাহন বুক করতে হবে।

১০. নিয়ম অমান্য করলে কঠোর শাস্তি: নতুন নীতিমালা ভঙ্গ করলে হাজি ও সংশ্লিষ্ট এজেন্ট—দুজনেরই শাস্তির মুখে পড়তে হবে। অনুমোদনবিহীন ট্যাক্সি ব্যবহার, বুকিং না করা বা সময়সীমা অতিক্রম করলে ৭৫০ সৌদি রিয়াল (প্রায় ৭৩৪ দিরহাম) থেকে জরিমানা শুরু হবে।